ECOH

তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন
ও
বিনামূল্যে বাতজ্বর চিকিৎসা ক্যাম্প

স্মরনিকা



এখলাছপুর সেন্টার অফ হেলথ (ইকো)
Ekhlaspur Center of Health (ECOH)

ECOH

তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন
ও
বিনামূল্যে বাতজ্বর চিকিৎসা ক্যাম্প

স্মরনিকা

স্থান ঃ ইকো প্রাঙ্গণ, এখলাছপুর, মতলব উত্তর, চাঁদপুর-৩৬৪১
তারিখ ঃ ২৪ জুন, ২০০২

এখলাছপুর সেন্টার অফ হেলথ (ইকো)
Ekhlaspur Center of Health (ECOH)
প্রতিষ্ঠাতা ঃ **ডাঃ মোঃ মোস্তফা জামান,** এমবিবিএস, এমপিএইচ, পিএইচডি

সম্পদনায় ঃ

ফখরুল আলম ফারুক	সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী মিয়া	সহ-সম্পাদক
এজাজ মোঃ জাহাঙ্গীর	,,
মোঃ ওয়ালী উল্ল্যাহ্	,,

প্রকাশ কাল ঃ
১৫ জুন, ২০০২ইং

মুদ্রন ঃ
পাললিক
প্রি ন্টা র্স
মোবাইল ঃ ০১৮-২১৭৯০৩



বাণী

চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী এখলাছপুর গ্রামে "এখলাছপুর সেন্টার অফ হেলথ (ইকো)" এর তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও বিনামূল্যে বাতজ্বর চিকিৎসা ক্যাম্প উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

সময়ের বিবর্তনের ধারায় নির্মিত হচ্ছে আধুনিক চিন্তা চেতনার প্রদীপ্ত এক নতুন সমাজ। সে জন্যে নানা উৎকর্ষতায় শানিত হবে মানুষের আগামী প্রজন্ম। এভাবে মেধা ও মননে, আন্তরিক মানব সেবায় আরও সরব হোক "ইকো" এর মিলন মেলা।

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বন্ধনে বেতে থাকুক তাঁদের প্রানময় স্পন্দন। এ মহতি মানব সেবার জন্য সহযোগী প্রত্যেককে এবং বিশেষ করে এর প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মোঃ মোস্তফা জামানকেও জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

"ইকো" কর্তৃক আয়োজিত মানব সেবার মাধ্যমে মতলব উপজেলা তথা চাঁদপুর এলাকাবাসী উপকৃত হবে। ইকোর চিকিৎসা সেবা সহ অন্যান্য কার্যক্রম ও বিকাশ লাভ করুক এ প্রত্যাশা করি।

আমি ইকোর সকল কর্মকান্ডের সফলতা কামনা করছি।

মোঃ নূরুল হুদা এম.পি.
সাবেক সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বানী

এখলাছপুর সেন্টার অব হেলথ (ইকো) এর তৃতীয় বর্ষ পূর্তি ও বিনামূল্যে বাতজ্বর চিকিৎসা ক্যাম্প উপলক্ষ্যে একটি মনোজ্ঞ স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

বাংলাদেশের মত একটি অনুন্নত দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে এ ধরনের একটি চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং ইহা পরিচালনা করা সত্যিই মহৎ উদ্যোগ। এই কঠিন কাজটিই বিগত তিন বৎসর যাবত সফলভাবে পরিচালনা করে আসছেন "ইকো"র প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মোঃ মোস্তফা জামান, তার সহযোগীবৃন্দ-তাদের মেধা, প্রজ্ঞা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে। আমি আশা করবো এ চিকিৎসা কেন্দ্রটি একদিন জাতীয় পর্যায়ে মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

আমি "ইকো"র তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ইহার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

লায়ন বেনজীর আহমেদ
বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবক
প্রাক্তন সভাপতি
ঢাকা চেম্বার অব কর্মাস এ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি



শুভেচ্ছা

এখলাছপুর সেন্টার অফ হেলথ (ইকো) এর তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও বিনামূল্যে বাতজ্বর চিকিৎসা ক্যাম্প উপলক্ষ্যে একটি মনোজ্ঞ স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলাধীন ঐতিহ্যবাহী এখলাছপুর গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ ধরনের একটি চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা সত্যিই বিরল ও মহৎ উদ্যোগ। আমি এর প্রতিষ্ঠাতাসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

সর্বোপরি জনগনের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দেয়ার ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এখলাছপুর সেন্টার অফ হেলথ (ইকো)-এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

এম, এ, হান্নান
যুগ্ম সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



Message

It is a great pleasure to have the 3rd founding anniversary of ECOH. I herein express sincere respect and appreciation for the dedication of Dr. Mostafa Zaman and his supporting members for making a substantial progress of ECOH. I am also very happy to see that a 'free treatment camp for rheumatic fever' has been organized.

Five years ago, we ECSA members in Misato decided to support to materialize the long-term dream of Dr. Zaman to build a health care center in Ekhlaspur aimed at improving local resident's medical treatment and the environmental hygiene. We considered also the mutual understanding and promoting friendship between the people of Ekhlaspur and Misato through these activities.

We are proud of Dr. Zaman whose research presentations on rheumatic fever have been highly evaluated at the worldwide medical conferences. It made us feel happy and want to treasure it. We are hopeful that his leadership will be able to progress ECOH further.

We are extremely glad to know that several influential people of Matlab including the present member of the parliament have extended their cooperation to ECOH. We will continue to cooperate Dr. Zaman's team to promote health of the people of Ekhlaspur as much as possible. At the same time, we desire further efforts from the people of Ekhlaspur and its surrounding areas to sustain and extend the activities of ECOH.

矢野 操男

Misao Yano
Chairman, ECSA



শুভেচ্ছা

এখলাছপুর সেন্টার অফ হেলথ (ইকো) এর তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিনামূল্যে বাতজ্বর চিকিৎসা ক্যাম্প এর আয়োজনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। মতলব উত্তর উপজেলার এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন একটি চিকিৎসা ক্যাম্প অত্র এলাকার জনগনের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগাবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাতজ্বর ও বাতজ্বর জনিত হৃদরোগ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এই রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ইং সালে জাতীয় বাতজ্বর ও বাতজ্বর জনিত হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশে বাতজ্বর নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কার্যকলাপকে সম্প্রসারিত করেছে।

রোগব্যাধি ও দারিদ্রমুক্ত উন্নত জাতি গঠনের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। জনস্বাস্থ্য সেবাকে কার্যকর ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'ইকো'-এর স্বাস্থ্য সেবার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আজকের এই প্রচেষ্টা অত্র এলাকায় বাতজ্বর রোগটিকে নির্মূল করতে পারবে না, তবে এই এলাকার সর্বস্তরের জনগনের মধ্যে বাতজ্বর সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টি করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি ইকো এবং বাতজ্বর চিকিৎসা ক্যাম্পের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

ডাঃ এম.এম. মনজুর হাসান, এমবিবিএস, এমফিল
পরিচালক
জাতীয় বাতজ্বর ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র



উপদেষ্টা পরিষদের সমন্বয়কারীর বক্তব্য

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম.

এখলাছপুর সেন্টার অফ হেলথ (ইকো) আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে সাফল্য জনকভাবে তৃতীয় বর্ষ সমাপন করেছে এবং এ উপলক্ষ্যে একটি বাতজ্বর ক্যাম্পের আয়োজন করতে পারায় আমি আনন্দিত।

মানবতার কল্যাণকে সামনে রেখেই ইকোর যাত্রা। এ যাত্রা বিরামহীন ভাবে চলছে। সময়ের অনন্ত পথের যাত্রীর মতোই সে সদা ধাবনাম। সবার আর্শীবাদ ও শুভাশীস তার প্রাপ্য ও কাম্য। তবে অনুভব করি যে, সে দৌড়াবার শক্তি সামর্থ্য এখনও অর্জন করেনি। ভরা যৌবন আসতে এখনও অনেক দেরী। সেই সুদিনের প্রতীক্ষা আমাদের সবার। দুর দৃষ্টি সম্পন্ন ডঃ মোস্তফা জামানের নিরলস পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত "ইকো" এলাকার কতিপয় ব্যক্তির উদ্যোগ ও উদ্দীপনায় শক্তিশালী ও গতিশীল হয়। এ জন্য শোকরিয়া জানাই আল্লাহর দরবারে। ইকোর অভূতপূর্ব এই সফলতা অর্জনে রয়েছে প্রত্যেক ডাক্তার, সদস্য, এলাকাবাসী এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরলস শ্রম।

আমি এ জন্য সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

মোয়াল্লেমুল ইসলাম
সমন্বয়কারী, উপদেষ্টা পরিষদ



প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির বক্তব্য

সুপ্রিয় প্রধান অতিথি চাঁদপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য জনাব মোঃ নুরুল হুদা, শ্রদ্ধেয় বিশেষ অতিথি জনাব লায়ন বেনজীর আহমেদ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব এম এ হান্নান, সম্মানিত অতিথি জাতীয় বাতজ্বর ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রন কেন্দ্রের পরিচালক ডাঃ এম এম মনজুর হাসান, ইকোর উপদেষ্টা পরিষদের সমন্বয়কারী, সহকর্মী ও সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম।

ইকো প্রতিষ্ঠায় আমার যে ক'জন জাপানী বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী এগিয়ে এসেছিলেন তাদের প্রধান ও প্রতিনিধি হিসাবে এখানে উপস্থিত আছেন জনাব মিসাও ইয়ানো। আমি আমার এবং এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে তার কাছে কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইকো কি ভাবে সংগঠিত হলো এ বিষয়ে ডঃ তুষার কান্তি দাসের লেখা থেকে আপনারা জানতে পারবেন। তাঁর সহযোগিতা না পেলে আমার পক্ষে এ কাজটি করা কঠিন হতো।

ইকোর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এলাকার অনেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। তাদের সহযোগিতার কারনে, নানান প্রতিকূলতা সত্যেও, ইকো সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক সমস্যা ইকোর সামনে একটি বড় বাধা। এ বাধা অতিক্রমের জন্য ইকোর ৭২ জন সদস্য সদা সচেষ্ট। আরেকটি সমস্যা হচ্ছে গ্রামীণ পরিবেশে সার্বক্ষনিক কাজ করার জন্য অনুকূল মনোভাব সম্পন্ন ডাক্তারের অভাব। আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এ অভাব পূরন করেছেন ইকোর বর্তমান প্রোগাম অফিসার ডাঃ সানাউল বাশার। আমরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁর থাকার জন্য দোতলায় একটি রুম তৈরী করা একান্ত প্রয়োজন। আশাকরি এলাকার বিত্তশালী ব্যক্তিরা এ বিষয়ে এগিয়ে আসবেন। যদি কোন ব্যক্তি একটি রুম তৈরী করে দেন এবং তিনি যদি ইচ্ছা পোষন করেন, আমরা তার নামে উক্ত রুমটির নামকরন করতে পারি। এধরনের উদাহরন ঢাকার কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন ঢাকা শিশু হাসপাতাল ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে রয়েছে।

সরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগে বড় বড় শহরে হাসপাতাল গড়ে উঠলেও গ্রামে এ ধরনের উদাহরন নেই বললেই চলে। আমরা সকলে সচেষ্ট হলে 'ইকো' বাংলাদেশে গ্রামীন স্বাস্থ্য সেবার একটি উৎকৃষ্ট মডেল হিসাবে মাথা উচু করে দাড়াবে, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিভিন্ন উপ-কমিটি বিশেষত ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির সদস্যদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য আজ বাতজ্বর ক্যাম্প ও তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা সম্ভব হচ্ছে। আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাতজ্বর ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী ডাক্তারদের বিশেষত পরিচালক মহোদয়ের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। স্মরণিকার জন্য যারা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তারা ইকোকে সাহায্য করার জন্যই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। তাই তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

শত ব্যস্ততার মাঝেও মাননীয় প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিদ্বয়ের উপস্থিতি আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে। এটা আজকের অনুষ্ঠানের একটি বড় পাওয়া। ভবিষ্যতেও আপনাদের সহযোগিতা পাব এ কামনা করে বক্তব্য শেষ করছি।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

ডাঃ মোঃ মোস্তফা জামান
এমবিবিএস, এমপিএইচ,পিএইচডি (টোকিও



সাধারণ সম্পাদকের কথা

তিন বৎসর যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত স্বল্প সময়, আর তা এখলাছপুর সেন্টার অফ হেলথ্ (ইকো) এর জন্য এক গৌরবময় সাফল্যের অভিজ্ঞান। কোন জাতির সভ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে তার নিজস্ব ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। আর তার শারিরীক পরিমাপ হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার সহজলভ্যতা প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্যচর্চা এমন করে সেদিন যিনি আমাদের মাঝে স্বাস্থ্য চর্চা নুতন মাত্রা সংযোজন করেছিলেন-ডাঃ মোঃ মোস্তফা জামানকে গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

এখলাছপুরের মত অজোপারাগায়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্য পরিপালনের গবেষণা পরিচালনা ও এর প্রয়োগে গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শুরু থেকে এ পর্যন্ত সকল চিকিৎসকই এলাকার স্বাস্থ্য উন্নয়নে রেখে চলেছেন তাঁদের মেধার উজ্জ্বল নিদর্শন। নিশ্চয়ই তাদের অবদান আমাদের এ অঞ্চলের স্বাস্থ্য খাতকে করেছে সমৃদ্ধ।

বিশ্বায়নের এ যুগে অনেক প্রশংসনীর অর্জনের সঙ্গে ঘটেছে পুষ্টিহীনতার বিপর্যয়ও। বিশ্বের অন্যসব উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মতো আমাদের এ অঞ্চলেও অপুষ্টি ও আরসেনিকের হিংস্র আঘাতে জর্জরিত। আমাদের প্রিয় এখলাছপুরও এ হিংস্র থাবার বাইরে নয়। ইকো-ই পারে বিপর্যয়ের এই হিংস্র থাবা থেকে এলাকাসীকে রক্ষা করতে। এ নব যাত্রা অবশ্যই শুভ হবে বলে আমার বিশ্বাস। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপনে আমরা যে যার অবস্থান থেকে ইকো-কে সর্বাত্মক সহায়তা দানে যেন এগিয়ে আসি-এই আমার প্রত্যাশা।

পরিশেষে বাতজ্বর ক্যাম্পের এই মহান শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান থেকে ইকোর নবীন-পুরাতনের যোগসূত্র স্থাপিত হোক, আদান-প্রদান হোক অভিজ্ঞতার, স্ফুরন ঘটুক মেধার, বিকশিত হোক মুক্তিবুদ্ধির-এটাই কামনা।

মোঃ মোরশেদ আলম মানিক



স্মরনিকা আহ্বায়কের দু'টি কথা

সম্মানিত সুধী ও এলাকাবাসী,
আসসালামু আলাইকুম,

এখলাছপুর সেন্টার অব হেলথ (ইকো) এর তৃতীয় বর্ষ পূর্তিতে আপনাদের সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ।

প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে এ ধরনের একটি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। মহৎ হৃদয় ব্যক্তিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে এলাকার কৃতি সন্তান ডঃ মোঃ মোস্তফা জামান অক্লান্ত পরিশ্রম ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। একক প্রচেষ্টায় এধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্ভব নয়। এ মহতী উদ্যোগে এলাকার সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিবর্গ ও জাপানী নাগরিক মিঃ মিসাও ইয়ানো এর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। সকলের আন্তরিক সমর্থন ও অব্যাহত প্রচেষ্টা থাকলে এটি একদিন একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, যার নজীর এদেশে অনেক রয়েছে।

তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও বিনামূল্যে বাতজ্বর চিকিৎসা ক্যাম্প উপলক্ষে স্বরণিকা প্রকাশে যারা নৈতিক ও আন্তরিক সমর্থন দিয়াছেন তাদের প্রতি আবারও মোবারকবাদ। যারা লেখা দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না। বিজ্ঞাপন দিয়ে যারা যাহায্য করেছেন তাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। এ স্বরণিকায় যা কিছু সুন্দর, তার সবই আপনাদের সহযোগিতার ফসল। যা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি তা একান্তই আমার অজ্ঞতা, সে জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

এ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান "ইকো" উত্তরোত্তর সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করুক এ কামনা করি।

ফখরুল আলম ফারুক
আহ্বায়ক, স্মরণিকা উপ-কমিটি

এখলাছপুর সেন্টার অফ হেলথ (ইকো)

উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০০২-২০০৪ইং

উপদেষ্টা পরিষদ

মোঃ মোয়াল্লেমুল ইসলাম (সমন্বয়কারী)
নাসির উদ্দিন আহমেদ
মোঃ ফজলুল হক
মোঃ সোলায়মান
সফুরা আকতার
মোঃ সেলিম উল্ল্যাহ খান নৌকমান্ডো
মোঃ রেফায়েত হোসেন

কার্যনির্বাহী পরিষদ

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি	ঃ	ডাঃ মোঃ মোস্তফা জামান
সহ-সভাপতি	ঃ	ডাঃ মোঃ সাদেকুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	মোঃ মোরশেদ আলম মানিক
অর্থ সম্পাদক	ঃ	মোঃ আলী আহাম্মদ
সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ	মোঃ মফিজুল ইসলাম মিয়াজী
গন-সংযোগ সম্পাদক	ঃ	মোঃ ইকবাল হোসেন প্রধানিয়া
সদস্য	ঃ	ডাঃ সরকার মোঃ নোমান
	ঃ	কামাল উদ্দিন
	ঃ	মোঃ খোরশেদ আলম
	ঃ	দেলোয়ার হোসেন প্রধানিয়া
	ঃ	মোঃ নজরুল ইসলাম (এনাচার)
	ঃ	মোহাম্মদ আলী মিয়া
	ঃ	মোঃ আলাউদ্দিন

উপ-কমিটি

অভ্যর্থনা উপ-কমিটি ঃ

১।	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেমুল ইসলাম	আহবায়ক
২।	জনাব মোঃ সেলিম উল্যাহ খান নৌকমান্ডো	সদস্য সচিব
৩।	জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ	সদস্য
৪।	জনাব সরদার নজির আহমেদ	সদস্য
৫।	জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	সদস্য
৬।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম (এনজো)	সদস্য
৭।	জনাব আব্দুল করিম মাষ্টার	সদস্য
৮।	জনাব সিরাজ উদ্দিন আহমেদ	সদস্য

ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি ঃ

১।	জনাব ভাঃ মোঃ মোস্তফা জামান	আহবায়ক
২।	জনাব মোঃ মোরশেদ আলম মানিক	সদস্য সচিব
৩।	জনাব মোঃ ফখরুল আলম ফারুক	সদস্য
৪।	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম মিয়াজী	সদস্য
৫।	জনাব মোহাম্মদ আলী মিয়া	সদস্য
৬।	জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ	সদস্য

অর্থ উপ-কমিটি ঃ

১।	জনাব মোঃ মোরশেদ আলম মানিক	আহবায়ক
২।	জনাব মোহাম্মদ আলী মিয়া	সদস্য সচিব
৩।	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম মিয়াজী	সদস্য
৪।	জনাব ফখরুল আলম ফারুক	সদস্য
৫।	জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ	সদস্য
৬।	মোঃ আলী আহাম্মদ	সদস্য

স্মরণিকা উপ-কমিটি ঃ

১।	জনাব ফখরুল আলম ফারুক	আহবায়ক
২।	জনাব মোহাম্মদ আলী মিয়া	সদস্য সচিব
৩।	জনাব এজাজ মোঃ জাহাঙ্গীর	সদস্য
৪।	জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্	সদস্য

আপ্যায়ন উপ-কমিটি ঃ

১।	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম মিয়াজী	আহবায়ক
২।	জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন	সদস্য সচিব
৩।	জনাব আক্তারুজ্জামান (শাহন শাহ)	সদস্য
৪।	জনাব সামছুল হক	সদস্য
৫।	জনাব আব্দুল কাদের মিয়াজী	সদস্য
৬।	জনাব রফিকুল ইসলাম মিয়াজী	সদস্য
৭।	জনাব আব্দুল কুদ্দুস সিকদার	সদস্য

সাজসজ্জা উপ-কমিটি ঃ

১।	জনাব আমান উল্লাহ মাষ্টার	আহবায়ক
২।	জনাব জমির উদ্দিন আহমেদ	সদস্য সচিব
৩।	জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন	সদস্য
৪।	জনাব মোঃ মফিজুল হায়দার	সদস্য
৫।	জনাব মফিজ উদ্দিন সিকদার	সদস্য

বাতজ্বর চিকিৎসা ক্যাম্প উপ-কমিটি ঃ

১।	জনাব ডাঃ মোঃ সাদেকুল ইসলাম	আহবায়ক
২।	জনাব ডাঃ সরকার মোঃ নোমান	সদস্য সচিব
৩।	জনাব ডাঃ জসিম উদ্দিন আহমেদ	সদস্য
৪।	জনাবা ডাঃ কাওসার পারভীন	সদস্য
৫।	জনাব ডাঃ এটিএম সানাউল বাশার	সদস্য
৬।	জনাবা সেলিনা আক্তার	সদস্য
৭।	জনাবা নার্গিস আক্তার	সদস্য

সেচ্ছাসেবক উপ-কমিটি

১।	জনাব রেহান উদ্দিন নেতা	আহবায়ক
২।	জনাব এস এম ইউসুফ	সদস্য সচিব
৩।	জনাব মোদাচ্ছের হোসেন দুনু	সদস্য
৪।	জনাব আহাম্মেদ শরীফ	সদস্য
৫।	জনাব মোঃ আলী আকবর	সদস্য
৬।	জনাব খলিলুর রহমান (মন্টু)	সদস্য
৭।	জনাব মোঃ সালাউদ্দিন	সদস্য
৮।	জনাব আব্দুস সাত্তার মাষ্টার	সদস্য
৯।	জনাব বাবুল সরদার	সদস্য
১০।	জনাব মেজবাহ উদ্দিন (বাচ্চু)	



এখলাছপুর সেন্টার অফ হেলথ (ইকো)
-মিসাতো ও এখলাছপুরের সেতু বন্ধন-

ডঃ তুষার কান্তি দাস
শিক্ষক, আইন বিভাগ, ঢা.বি.

বিশ্বায়ন বলতে আমরা প্রাথমিক ভাবে দেশের সীমারেখা পেরিয়ে মুলধন, দ্রব্য এবং সেবার অবাধ চলাচলকে বুঝিয়ে থাকি। কিন্তু এই সব বস্তু বা সেবার সাথে সাথে ব্যবসা চাকুরী কিংবা উচ্চ শিক্ষার তাগিদে দেশের সীমানা পেরিয়ে মানুষের বিদেশে যাবার সুযোগ এবং প্রবনতা বেড়ে চলেছে। পি.এইচ.ডি. গবেষনার জন্য আমাকেও বাংলাদেশের সীমানা পার হয়ে যেতে হয়েছিল সুদূর জাপানে। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান টোকিও শহরের একেবারে কেন্দ্রে হলেও সপরিবারে বাস করার সুবিধার্থে বেছে নিই টোকিও থেকে ট্রেনে ঘন্টাখানেকের দুরত্বের একটি ছোট শহর- যার নাম 'মিসাতো'। জাপানী ভাষায় 'মি' অক্ষর/শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'তিন' এবং 'সাতো' অক্ষর/শব্দটির মানে হচ্ছে 'গ্রাম'। এক সময়কার তিনটি গ্রাম একসাথে মিলে গড়ে উঠেছে এই মিসাতো শহর- তাই এই নামকরন।

মিসাতো শহরটিতে বাস করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন/গবেষনারত বাংলাদেশী সহ অনেক বিদেশী। বিভিন্ন উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে গড়ে উঠে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী এবং জাপানীদের সুসম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব। এখলাছপুর গ্রামে স্বাস্থ্য সেবায় নিবেদিত "এখলাছপুর সেন্টার অফ হেলথ্" হচ্ছে মিসাতো শহরের জাপানী এবং বাংলাদেশীদের মধ্যে গড়ে উঠা এ রকম বন্ধুত্বেরই নিদর্শন।

ইকো প্রতিষ্ঠায় মিসাতো শহরের জাপানীদের উদ্যোগ থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটা খুব কাছে থেকে দেখা এবং তাতে অংশগ্রহনের অভিজ্ঞতা থেকেই এ লেখা। প্রথমেই বলতে হয় যে, এ স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় ধারনার জন্ম সম্বন্ধে। এখলাছপুর গ্রামের কৃতি সন্তান, ঐ গ্রামেরই স্কুলে পড়া আজকের সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নামী চিকিৎসক ডঃ মোস্তফা জামানের একজন ভাল চিকিৎসক হবার পাশাপাশি স্বল্প ছিল নিজের গ্রামের মানুষের জন্য কিছু করার। একজন ডাক্তার হিসেবে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এখলাছপুরের গ্রামবাসীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার এক পরিকল্পনা গ্রহন করেন। আর এর বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন মিসাতো শহরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন MIC (Misato International Community) এর নেতৃত্বদানকারী এবং মিসাতো শহরের বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্রিয় মিঃ মিসাও ইয়ানো। বস্তুত ঃ এই মিঃ ইয়ানো এবং ডাঃ মোস্তফা জামানের যৌথ উদ্যোগের ফসলই হচ্ছে ইকো। এখানে MIC সম্বন্ধে কিছুটা ধারনা দেয়া দরকার কারন এই MIC এর জাপানী সদস্যরাই সম্মিলিত চেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব করেছেন এখলাছপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। যাহোক MIC এর প্রধান কাজ হচ্ছে মিসাতো শহরে বসবাসকারী বিদেশীদের জীবন যাত্রায় নানা রকম সহযোগিতা প্রদান করা। বিদেশী বিশেষ করে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের যারা শুধুমাত্র ৩/৪ বছরের জন্য জাপানে অবস্থান করে তাদের পক্ষে ব্যয়বহুল জাপানে আসবাবপত্র ইত্যাদি কেনা অনেকটা দুঃসাধ্য। আর MIC সব বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়ার টেবিল থেকে টিলিভিশন ফ্রিজ সবই যোগান দিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়। জাপানী ভাষা না জানার কারনে উদ্ভত সমস্যা থেকে শুরু করে অসুস্থতা ও নানা পারিবারিক সমস্যা সমাধানে তাদের পরিবারের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং ভ্রমনের আয়োজন করে প্রবাস জীবনকে আনন্দময় করে তোলে।

যাহোক, ডঃ মোস্তফা জামান, আমাদের শ্রদ্ধের জামান ভাই- এর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে মিঃ ইয়ানো এবং এর অন্যান্য বন্ধুরা মিলে কাজ শুরু করে দেয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার। এর পর অনেকগুলো বৈঠকে চূড়ান্ত করা হয় কর্ম পরিকল্পনা। স্বাস্থকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করেন জামান ভাই ও তাঁর দাদার ওয়ারিশগন। ১৯৯৭ এর জুলাই মাসে সরে-জমিনে সবকিছু দেখার জন্য প্রথমবারের মত বাংলাদেশে আসেন মিঃ ইয়ানো এবং সঙ্গে মিঃ নাকাইয়ামা। ফিরে গিয়েই শুরু করেন সব থেকে কঠিন কাজ অর্থসংগ্রহ করা। জাপান বলতেই আমরা একটা অত্যন্ত ধনী দেশ বুঝে থাকি এবং সে কারনে স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে, কোন একজন বা কয়েকজনের জমে থাকা অর্থের যোগানেই বোধ হয় গড়ে তোলা হয়েছে এ স্বাস্থকেন্দ্র। তাই এই অর্থ সংগ্রহের কষ্টকর ব্যাপারটির কথা সবার জানা দরকার। একবারে নয়, একটি একটি ইয়েন করে সংগ্রহ করা হয়েছে ইকোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ। অর্থ সংগ্রহে সবু থেকে বেশী যে কাজটি করা হয়েছিল তা হচ্ছে বিশেষ "বাজার" এর মাধ্যমে। জাপানে "বাজার" হচ্ছে আমাদের দেশের 'মেলার' মত অনেকটা। সেখানে নতুন পুরান বিশেষ করে পুরান জিনিষের বেচা কেনা হয় এবং নানা ধরনের খাবার জিনিষও বিক্রি করা হয়। MIC এর সদস্যরা নিজেদের এবং অন্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা জামা-কাপড় ইত্যাদি এই বাজারে বিক্রি করেছে । বাজারে বিক্রি করেছে 'ওমোচি'- এক ধরনের পিঠা জাতীয় খাবার যা তৈরী করতে বিশাল এক কাঠের হাতুরী দিয়ে চালকে অনবরত আঘাত করে প্রস্তুত করতে হয় 'মন্ড'। আবার সারারাত ধরে বাংলাদেশী খাবার রান্না করে পরদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত জাপানীদের সাথে হাঁক ছেড়ে তা বিক্রি করেও অর্থ যোগাড় করেছি আমরা। এছাড়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট অর্থ দান করেছেন বেশ কিছু স্থানীয় জাপানী। আবার মিঃ ইয়ানো'র আবেদনে সাইতামা প্রিফেকচার সরকারও কিছু অর্থ বরাদ্দ করেছিল। মিঃ ইয়ানো তার নিজের একটি বিখ্যাত রেষ্টুরেন্টের অতিথিদের কাজ থেকেও সংগ্রহ করেছেন অর্থ। নানাভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে ইকোর অর্থ। এই অর্থ সংগ্রহের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়েছে তার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা অনেকটা অসম্ভব। তবে বিষয়টির উল্লেখ করার একটাই কারন যে, আমাদের আজকের এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পেছনে রয়েছে অসংখ্য ভালবাসা একদেশের মানুষের অচেনা অন্য দেশের মানুষের জন্য। একটা সময় ছিল যখন রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপন করার বিষয়টি ছিল শুধুমাত্র সরকারের এক্তিয়ারাধীন। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার এবং বিশ্বায়নের কারনে এখন একদেশের মানুষের সাথে আর এক দেশের মানুষের বন্ধন সরাসরি নিজেরাই তৈরী করছে। আর তার একটি বাস্তব উদাহরন হচ্ছে ইকো। এটি আজ মিসাতো শহর এবং এখলাছপুর গ্রামের সেতুবন্ধন।

অর্থ সংগ্রহের মতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই কেন্দ্রটি নির্মান করা এবং তারপর সুষ্ঠুভাবে এবং পরিকল্পনা মাফিক এর স্বাস্থ্যসেবার কাজ শুরু করা। নির্মান কাজটি ধাপে ধাপে এবং সরাসরি তত্বাবধানে শেষ করার একক কৃতিত্ব ডঃ মোস্তফা জামানের। তাছাড়া, উদ্বোধনের পর থেকে ডাক্তার ও অন্যান্য স্বাস্থকর্মী নিয়োগের মাধ্যমে এটি পরিচালনার দায়িত্বভারও পরে ডাঃ মোস্তফা জামানের উপর। ডাঃ জামান, এখলাছপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র যার স্বপ্নের বাস্তবায়ন, নিজের শ্রম, সময় মেধা এবং সর্বোপরি আন্তরিকতা দিয়ে পরিচালনা করে আসছেন এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে ডঃ জামান তার নিজ গ্রামের মানুষের জন্য যে অবদান রেখেছেন তা নিশ্চয়ই মনে রাখার মত। তবে এর অব্যাহত পরিচালনা এবং স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন ও পরিধি অধিকতর বিস্তৃত করার জন্য প্রয়োজন সবার বিশেষ করে এখলাছপুর বাসীর সহযোগীতা। আমাদের জাপানী বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোত্তম পথই হচ্ছে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অগ্রযাত্রার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাওয়া। একজন বাংলাদেশী হিসেবে আমিও শুধুমাত্র এর সফলতাই কামনা করিনা সম্ভাব্য সবধরনের সহযোগীতার জন্য রইলাম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।



Problems and prospect of ECOH

Dr. Sadekul Islam, M.D.
Vice President

ECOH is a humanitarian voluntary organization. After its establishment by Dr. Mostofa Zaman with assistance from some of his Japanese friends, it attained the present momentum by the united effort of some doctors and people of the area, ECOH will play a vital role in the improvement of health of the people of the area. No organization can go ahead without difficulty. Every organization when starts to work faces a series of problems. It is true specially for a developing country like ours.

Three doctor from Ekhlaspur who work in Dhaka come to ECOH every Friday by rotation and give services to the people. In spite of their personal feelings to stay with ECOH they are compelled to live in Dhaka for there family and job. This is why we have allready appointed a qualified doctor. He resides in the Center and gives service to the people. He is responsible for the Center as a whole. Dr. Jashim , an expert pathologist of the National Centre for Control of Rheumatic Fever and Heart Disease, also comes here in a particular day of month. He performs pathological works and trains our staffs. Time will come when our staffs will be able to perform all the works of ECOH. At present two other full time staffs are appointed and they take their monthly salary from the Centre.

We hope that we shall be able to increase the field of work and more personnel will be needed to carry out the plan. It is fact that financial problem remains a major issue for us. Still today a large portion of our fund comes from ECOH supporters in Japan. We are grateful to them. We have collected funds from our members and donors. We hope that people of our locality, rich people in particular, will be able to realise the importance of ECOH and they will participate whole heartedly in building ECOH as an important centre of health. We hope that governmental and non-governmental organisations also will come forward. By the grace of God, ECOH will stand like BIRDEM or other reputed health organization in near future.



ইকোর ল্যাবরেটরী সুবিধা সমূহ

ডাঃ জসিম উদ্দিন আহমেদ
আজীবন সদস্য

এখন এই গ্রামটির অবস্থান প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ার কারনে চিকিৎসা সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় প্যাথলজীক্যাল পরীক্ষার সুযোগ সুবিধা এখানে দুষ্কর ছিল। উন্নত চিকিৎসার জন্য সঠিক প্যাথলজীক্যাল পরীক্ষার কোন বিকল্প নেই । তাই ইকো ব্যবস্থাপনা কমিটি জনসাধারনের দ্বার প্রান্তে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুলভ মূল্যে সঠিক প্যাথলজীক্যাল পরীক্ষার জন্য এই কেন্দ্রে একটি উন্নত মানের পরীক্ষাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে স্বল্প পরিসরে অতি প্রয়োজনীয় কিছু প্যাথলজীক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যৎ এই পরীক্ষাগারটিকে আরও সম্প্রসারন করে একটি উন্নত মানের পরীক্ষাগারে রুপান্তর করার পরিকল্পনা আছে। বর্তমানে এখানে রক্ত ও প্রস্রাবের বিভিন্ন পরীক্ষা সহ আধুনিক মেশিন দ্বারা ই.সি.জি করা হয়। বর্তমানে যে সব পরীক্ষা করা হচ্ছে , তার মূল্য তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

পরীক্ষা নিরীক্ষার একটি অন্যতম অংশ হচ্ছে x-ray পরীক্ষা। ব্যয় বহুল হওয়ার কারনে x-ray মেশিন এখনও বসানো সম্ভব হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে x-ray মেশিন বসানোর চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সকলের আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত ভাবে প্রয়োজন।

	পরীক্ষা		টাকা
ক).	ই,সি,জি		১০০
খ).	প্রস্রাব	রুটিন	৩০
		প্রোটিন ও গ্লুকোজ	২০
		মাইক্রোস্কোপি	২০
গ).	রক্ত	১. টি.সি, ডি.সি, ই.এস.আর ও হিমোগ্লোবিন	৬০
		টি.সি, ও ডি.সি	৩০
		ই.এস.আর	২০
		হিমোগ্লোবিন	২০।
		২. সার্কুলেটিং ইওসিনেফল	৩০
		৩. ভিডাল	৮০
		৪. গ্লুকোজ	৬০
		৫. বিলিরুবিন	৬০
		৬. সি.আর.পি	১০০
		৭. এ.এস.ও	১০০
		৮. আর.এ	১০০
		৯. রক্তের গ্রুপ	৫০
		১০. লিপিড প্রোফাইল	২৫০
		টোটাল কোলেষ্টেরল	৮০
		১১. ভি.ডি.আর.এল	৫০
		১২. বি.টি ও সি.টি	৫০
		১৩. প্রেগন্যান্সী টেষ্ট	১০০



এইতো আমার গ্রাম

ডাঃ সরকার মোঃ নোমান
আজীবন সদস্য

বাংলাদেশের শতকরা ৭৬ ভাগ জনগন গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে । বাকী ২৪ ভাগ জনগন শহরে বাস করে এবং সর্বপ্রকার উন্নত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে । অপর দিকে গ্রামাঞ্চলের জনগন সবক্ষেত্রেই উন্নত সেবা মাধ্যম থেকে বঞ্চিত । সেবা মাধ্যম সমূহের মধ্যে অন্যতম হল চিকিৎসা ব্যবস্থা ।

শৈশবে স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হব। রচনায় লিখতাম ডাক্তার হলে গ্রামীন জনগনের সেবায় আত্মনিয়োগ করবো। বাস্তব বড়ই নিষ্ঠুর । ডাক্তার হলাম সেবা করার স্বপ্ন ক্রমান্বয়ে বাস্তবতার আঘাতে বিলীন হতে লাগল । এ ক্রান্তিলগ্নে এখলাছপুর সেন্টার অফ হেলথ (ECOH) নামের সাথে পরিচিত হলাম ১৯৯৯ সালে। স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে মানব সেবায় দাওয়াত পেলাম ইকোর প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় ডাঃ জামান ভাইয়ের নিকট থেকে। কালক্ষেপন না করেই দাওয়াত কবুল করে ECOH-র কার্য্যক্রমে স্বক্রিয় অংশগ্রহন করলাম এর প্রারম্ভিক দিন থেকেই।

ECOH শুরু থেকেই রহিঃ বিভাগ সেবাদানের মাধ্যমে এখলাছপুর ও আশেপাশের গ্রামের জনগনকে স্বল্প ফিতে আধুনিক স্বাস্থ্য সেবা দিতে শুরু করে । উন্নত বিশ্বের ন্যায় সকল প্রকার উপাত্ত সম্বলিত কার্ডের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে স্বাস্থ্য সেবা দিতে শুরু করে । ফলশ্রুতিতে ECOH তে আগত রোগীরা অধিকতর নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্য সেবা পেতে শুরু করে। স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি ECOH বেশ কয়েকটি মহৎ উদ্দ্যোগ হাতে নেয়, যেমনঃ- জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, বিনাফিতে এক বৎসর পর্যন্ত্য শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, গর্ভবতী মায়েদের নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা প্রধান ও সকলের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রধান ইত্যাদি।

এসব কর্মকান্ডের পাশাপাশি ECOH নিজেদের উদ্যোগে আরেকটি মহৎ কার্য্যক্রম হাতে নেয় যা এতদাঞ্চলের জনগনের জন্য একটি মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তা হল এখলাছপুর গ্রামের demographic survey. উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা এখলাছপুর গ্রামের জনগনের একটি প্রাথমিক চিত্র তুলে ধরতে পারছি যা কখনও জানা ছিল না আমাদের। এমনকি ইউনিয়ন পরিষদেরও।

১৯৯৯ সনের সার্ভে অনুযায়ী এখলাছপুর গ্রামের জনসংখ্যা ৫২৮৫ জন (সংযুক্তি ১ ও ২ দ্রষ্টব্য)। এদের মধ্যে ২৪% লোক জীবিকার প্রয়োজনে অন্যত্র বাস করেন। এখলাছপুরের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬৮%) লোক অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন (নূন্যতম ১ বৎসর স্কুলে পড়াশুনা)। গ্রামের প্রায় অর্ধেক লোক (৫৪%) দোচালা ঘরে বসবাস করেন। প্রায় সবাই ৯৯.৯% টিউবওয়েলের পানি পান করেন। দূর্ভাগ্যের বিষয় যে, ৭২% টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। এক-তৃতীয়াংশ (৩৫%) লোক সেনিটারী পায়খানা ব্যবহার করেন। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রায় বয়স্ক পুরুষ (৩৫%) শ্রমিক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের বেশীর ভাগ (৭২%) গৃহিনী।

উক্ত সমীক্ষা থেকে এলাকার জনগণ, প্রশাসক, গবেষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই এখলাছপুর সম্পূর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারেন। ভবিষ্যতে আরো বিস্তারিত উপাত্ত উপস্থাপন করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি।



"ইকো" গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবার প্রতিধ্বনি

ডাঃ এটিএম সানাউল বাশার
প্রোগ্রাম অফিসার

নদীমাতৃক আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের নদী ক্রোড়ে অবস্থিত গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের জীবনের সাথে সংগ্রাম অনেক কষ্টের। বছরের পর বছর বন্যা ও কাল বৈশাখীর ছোবল এ সব অঞ্চলের বাসিন্দাদের করেছে স্বজনহারা ও গৃহহারা। নদী ভাঙ্গন করেছে তাদের ভূমিহীন। চাঁদপুর জেলার মতলব থানার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এখলাসপুর গ্রাম ছিল এর প্রতিচ্ছবি। কিন্তু আজ বেড়িবাধ ও পাথরের স্ল্যাব রোধ করেছে বাৎসরিক এই কালফনা। সত্যিকার অর্থে গত একযুগে বন্যারোধে বিভিন্ন প্রকল্পে এই গ্রাম পরিনত হয়েছে এক বর্ধিষ্ণু জনপদে। গৃহহারা ও ভূমিহীনরা আবার আশায় বুক ভেধে তৈরী করছে নিজেদের নীড়। উর্বর জমিতে চাষ করে বছরে চার বার ফসল তুলছে ঘরে।

বর্ধিষ্ণু এই জনপদের মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি হচ্ছে সুস্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত এখানকার মানুষদের জন্য কিছু একটা করার স্বপ্ন ছিল এই গ্রামেরই প্রকৃতিতে বেড়ে উঠা গ্রামের হাইস্কুলে ১৯৭৫ সনের তৎকালীন মেট্রিক পরীক্ষায় একমাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্র ডাঃ মোঃ মোস্তফা জামানের। তাঁরই উদ্যোগে এবং নিরলস পরিশ্রমে ১৯৯৯ সনের মে মাসে স্থাপিত হয়েছে এখলাছপুর সেন্টার অফ হেলথ (সংক্ষেপে "ইকো") তাঁরই পিতামহের জায়গায়।

ইকো স্থাপিত হবার উষালগ্ন থেকেই এর প্রতিষ্ঠাতাসহ সকল সদস্যদের ঐকান্তিক নিঃস্বার্থ পরিশ্রমে প্রতিবছরই এর কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা। নদী পথে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুর শহর এবং স্থলপতে মতলব থানার উপর নির্ভর না করে, বর্তমানে গ্রামবাসীরা নির্ভর করছে এই স্বল্প প্রতিষ্ঠানটির উপর। ইকো স্বল্প আয়ের মানুষদের করছে আশান্বিত। গ্রামের বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক অবস্থা শ্রেণীবিভেদ করলেও ইকোর চোখে সবাই সমান। কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ছোট বড়, ধনী গরীব সবাইকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পর্যায়ক্রমে দেখা হয় ও চিকিৎসা দেওয়া হয়। স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতার বা নির্বাহী পরিষদের কোন নিকট অত্মীয়-স্বজনকেও অগ্রাধিকারা দেয়া হয় না। এ ব্যবস্থা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সৌভাগ্যের বিষয় যে, এ গ্রাম জন্ম দিয়েছে ডাঃ জামানের মত চিকিৎসা সমাজসেবককে। আমাদের দেশের বড় বড় শহরের সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকরা যদি ডাঃ জামানের মত প্রত্যেকে নিজেদের গ্রামে এরকম স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন, তাহলে এই দেশের বেশীর ভাগ লোকের অনেক রোগ বহুলাংশে কমে যেত। সুচিকিৎসার অভাবে খালি হতো না কোন মায়ের কোল। কমে যেত গর্ভকালীন মায়েদের মৃতহার।

ইকোর ৩য় বছরেই এর সফলতা প্রতিধ্বনিত্ব হচ্ছে আশে পাশের সকল অঞ্চলে। দুর দুরান্ত থেকে এখন রোগীরা আসেন চিকিৎসা নিতে। সুলভে বিভিন্ন পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং পরামর্শে সন্তষ্টচিত্তে ফেরৎ যাচ্ছেন সকলে। এই মহৎ প্রকল্পে ইকোর ৩য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমি এর প্রতিষ্ঠাতা ও সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পরিশেষে মহান আল্লাহ তালার কাছে প্রার্থনা- কাঁদতে কাঁদতে যে রোগীটি ইকোর চিকিৎসা নিতে আসে সে যেন হাসতে হাসতে এখান থেকে বিদায় নেয় এবং নিত্য প্রতিধ্বনিত হতে থাকুক এর সুনাম।

Ekhlaspur demographic survey data 1999, based on individuals

সংযুক্তি -১

		Total		Male		Female	
		No	%	No	%	No	%
Population		5285	100.0	2752	52.1	2533	47.9
Stay in Ekhlaspur		4003	76.2	1882	68.8	2121	84.3
Age groups, years	0	48	0.9	23	0.8	25	1
	1-4	521	9.9	255	9.3	266	10.5
	5-14	1437	27.2	731	26.6	706	27.9
	15-24	988	18.7	498	18.1	490	19.3
	25-34	855	16.2	459	16.7	369	15.6
	35-44	574	10.9	319	11.6	255	10.1
	45-54	373	7.1	203	7.4	170	6.7
	55-64	244	4.6	127	4.6	117	4.6
	65+	245	4.6	137	5.0	108	4.3
Adults	18+	2926	100.0	1560	53.3	1366	46.7
Education	0	1430	32.2	642	27.4	788	37.4
(for 7 years or older)	1-5	1416	31.8	705	30.1	711	33.7
	6-10	1232	27.7	715	30.6	517	24.5
	11-12	213	4.8	158	6.8	55	2.6
	13+	157	3.5	119	5.1	38	1.8
Occupation (for 18 years or older n = 2926)							
	Student	222	7.6	131	8.4	91	6.7
	Labor	589	20.2	55.	35.3	39	2.9
	Business	228	7.8	226	14.5	2	0.2
	Service	248	8.5	230	14.7	18	1.3
	Agriculture	45	1.5	44	2.8	1	0.1
	Jobless	232	15.9	126	8.1	106	7.8
	Housewife	987	33.8	-		987	72.4
	Others	371	12.7	252	16.2	119	8.7
Birth practice for 707 children aged 0-5 years							
(Labor conducted by)	Women neighbor	384	59.0	No difference between sexes			
	Traditional birth attendents	214	32.9				
	Family welfare visitors	14	2.2				
	Hospital/doctor	39	5.6				
Treatment before 147 deaths during last five years							
	No	39	26.5	No difference between sexes			
	Village doctor	38	25.9				
	Medical assistant	54	36.7				
	Hospital/MBBS	10	6.8				
	Others	6	4.1				
Vaccination of 648 children aged 1-5 years							
	DPT	587	96.7	No difference between sexes			
	Polio	583	96.2				
	BCG	586	96.5				
	Measles	557	91.8				

For people aged 18 years or older

	Average	Median	Average	Median	Average	Median
Age, years	37.3	33	37.7	35	36.9	32
Education, years	5.8	5	3.7	2	4.8	5

Table prepared by Dr. Zaman

Ekhlaspur demographic survey data 1999, based on households *(Khana)* *

		Number	Percent
Main income source	Agriculture	36	4.3
	Labor	397	47.8
	Service	182	21.9
	Business	129	15.5
	Others	86	10.4
Main house type	*Chhapra*	28	3.3
	Dochala	457	54.5
	Chouchala	323	38.5
	Semi-paka	29	3.5
	Paka	1	0.1
Drinking water	Tubewel	837	99.9
	Others	1	0.1
Latrine	Sanitary	294	35.1
	Open	543	64.9
Tax (taka/year)	No	62	7.8
	10	466	58.5
	11-25	144	18.1
	26-35	63	8.0
	36+	62	7.8
	Average	16.9	
	Median	10	
Tubewel	Arsenic present	81	72.3
	Arsenic absent	31	27.7

* Total number of Khana ~~৪৭৫~~ ৪৩৪

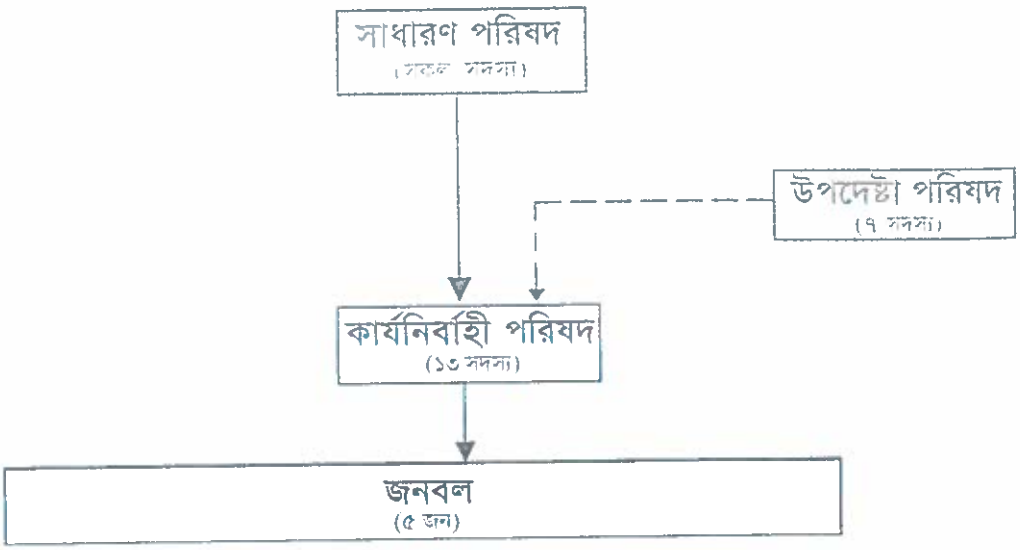
Table prepared by Dr. Zaman

Activities at a glance, May 1999 - May 2002

Acitivities		1999	2000	2001	2002	Total
Out-patient treatment	new	774	523	1940	714	3951
	old	15	77	436	136	664
	total	789	600	2376	850	4615
Surgey					1	1
Diagnosite test	ECG			26	15	41
	urine		33	81	16	130
	blood		18	106	20	144
	X-ray				0	0
	total tests		51	213	51	315
	total persons		40	169	41	250
Pregnant women's checkup				211	74	285
Pregnant women's class	number				15	15
	pesons				38	38
Delivery					0	0
Infants checkup	total			160	90	250
Mothers class	number			16	15	31
	persons				36	36
Registration	birth			133	39	172
	death			28	15	43
	total			161	54	215
Demographic survey	households	871			0	871
	persons	5285			0	5285
Health survey	persons		72	251	0	323
Treatment camp					0	0
Training of TBAs*		16			0	16
Membership**	donor		1		3	4
	life		19	11	3	33
	general		18	6	0	24
	total		37	17	6	60
Meeting		10	8	9	5	32
Publication	broucheures	3000			0	3000
	stickers				0	0
	leaflets				0	0
	posters				0	0
	books/reports				0	0
	scientific				0	0

* traditional birth attendents, ** founder/ founding members are not shown here.

সাংগঠনিক কাঠামো



পদ		সংখ্যা
প্রোগ্রাম অফিসার	ঃ	১
মিডওয়াইফ	ঃ	১
ল্যাবরেটরী এ্যাসিটেন্ট	ঃ	১
প্রোগ্রাম এ্যাসিট্যান্ট	ঃ	১
ক্লিনার -কাম-পিওন	ঃ	১

বরিবার ২৬ আগস্ট ২০০১ দৈনিক চাঁদপুরজমিন

ডঃ মোস্তফা জামানের প্রচেষ্টায় স্থাপিত

এখলাসপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র 'ইকো' স্বাস্থ্য সেবার মাইল ফলক

প্রভাষক মুহাম্মদ জাকির হোসেন

মতলবের এখলাসপুরে স্থাপিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র 'ইকো' (এখলাসপুর সেন্টার অব হেলথ) গ্রামীন স্বাস্থ্য সেবার এক উজ্জ্বল দিক।

ঢাকাস্থ বাতজ্বর ইন্সটিটিউটের সহকারী অধ্যাপক এবং এখলাসপুর গ্রামের কৃতী সন্তান ডঃ মোস্তফা জামানের ঐকান্তিক উদ্যোগে বছর দুয়েক আগে ১১২০ বর্গফুট জায়গার উপর নির্মিত হয় এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি।খোঁজা নিয়ে জানা গেছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র নের্মানের পেছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন জাপানী নাগরিক মিসা ও ইয়ানো। এ ছাড়া 'ইকো' এর সহযোগী সংগঠন 'ইকসা' সার্বিকভাবে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে এ কেন্দ্রকে। সরজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে ডঃ জামানের পৈতৃক ভিটার উপর নির্মিত এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শিশুদের বাতজ্বর, সর্বশ্রেনীর মানুষের হৃদরোগের চিকিৎসা দেয়া ছাড়াও মা ও শিশু রোগীদেরকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের তত্ত্বাবধায়নে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যোগ্য ব্যাপার হলো, ঢাকা হৃদরোগ ইন্সটিটিউটের প্যাথলজি বিশেষজ্ঞ ড. জসিম উদ্দিন, ড. মামুনুর রশিদের মতো উঁচুমানের ডাক্তাররা মাত্র ২০ টাকা ফি'র বিনিময়ে রোগীদেরকে চিকিৎসা দিচ্ছেন।

'ইকো' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং বাতজ্বর ও হৃদরোগের উপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্ত চিকিৎসক মোস্তফা জামানের সাথে কথা হলে তিনি জানান, বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠনটির অব কাঠামোগত উন্নয়ন আবশ্যক। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা পেলে এটি চিকিৎসা সেবার একটি 'রোল মডেল' হিসাবে কাজ করতে পারে। এখানে ডাক্তাররা রোগী দেখেন প্রতিমাসের প্রথম শুক্রবার। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত ডাক্তার এবং এটেনডেন্টদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, মাসের প্রথম শুক্রবারে এখানে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়। স্বল্পমূল্যে গ্রামীন চিকিৎসা সুবিধার এক বিরল দৃষ্টান্ত 'ইকো' স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। সরকার তথা এলাকাবাসীর আন্তরিক সহযোগীতা পেলে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার এক আদর্শ দিক হতে পারে বলে অনেকের ধারনা।

ইকো'র কার্যক্রম



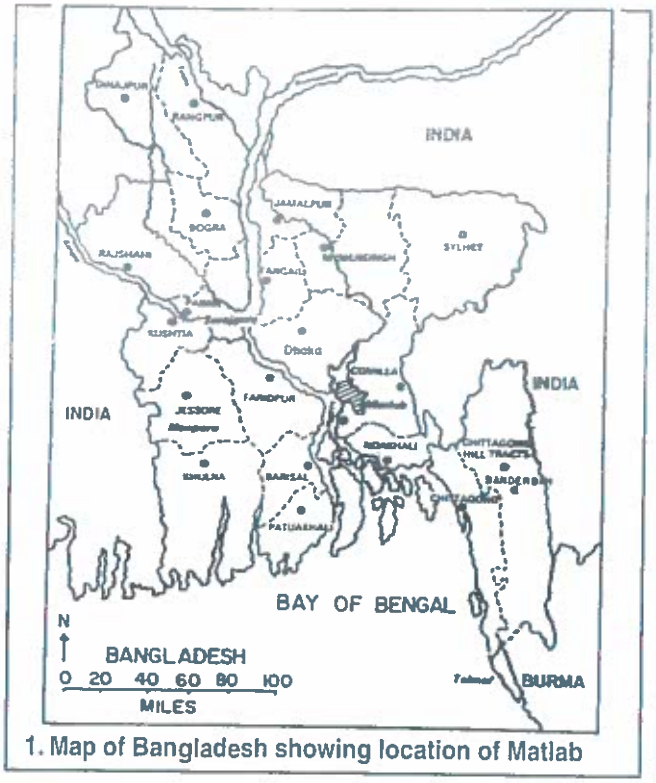
ডাঃ সানাউল বাশার, প্রোগ্রাম অফিসার, কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রি করছেন



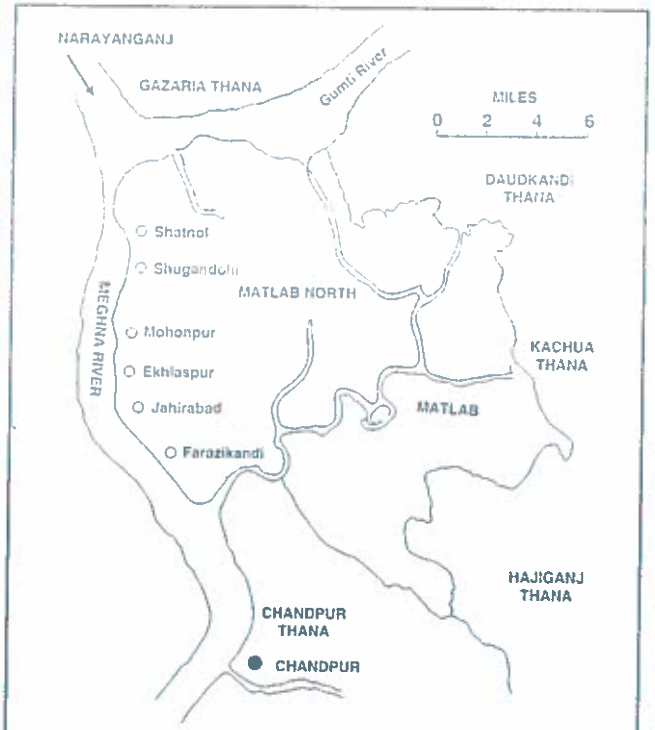
এখলাছপুরস্থ সদস্যদের নিয়ে সভা করছেন ডাঃ সানাউল বাশার



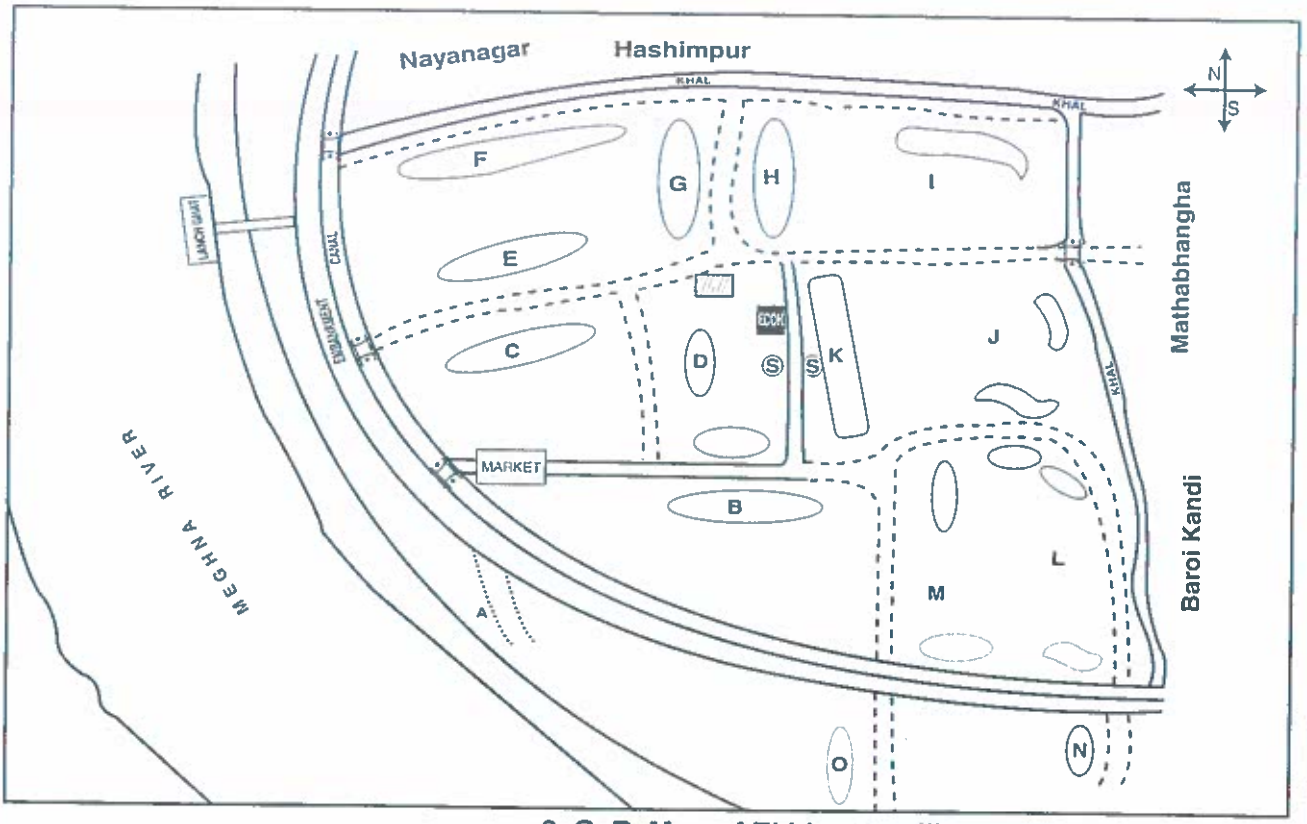
হাড়ভাঙ্গা রুগীকে চিকিৎসা করছেন ডাঃ সানাউল বাশার



1. Map of Bangladesh showing location of Matlab



2. Map of Matlab North thana



3. G. R. Map of Ekhlaspur village

Union council, ECOH, Block of houses, (S) School, Unpaved road, Paved road, Bridge

ACKNOWLEDGMENTS

A. Contribution of the following pharmaceutical companies are gratefully acknowledged for their support

Medicines	Companies	Quantity	Unit
Penvik 250 mg	Square	3000	Tab
Ecosprin 300 mg	ACME	2500	Tab
Aprocin 500 mg	Aristopharma	300	Tab
Reumacap 25 mg	Aristopharma	1000	Cap
Digel	Aristopharma	1000	Tab
Irofol	General	2000	Cap
Gepin 150 mg	General	2000	Tab
Supravit-M	Drug	1000	Cap
Poster	SKF	1000	Copies

B. We are grateful to the following doctors for their participation in the rheumatic fever camp

1. Dr. M.M. Manzur Hassan, MBBS, M. Phil
   Director, National Center for Control of Rheumatic Fever and Heart Diseases.
2. Dr. Farhadul Haque Mollah, MBBS, M. Phil
   Assistant Professor, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University.
3. Dr. Sadekul Islam, M.D. (Ukraine). Director, Al-Raji Hospital.
4. Dr. Jasimuddin Ahmed, M.D. (Rumania), MCPS
   Clinical Pathologist, National Center for Control of Rheumatic Fever and Heart Diseases.
5. Dr. Sharker Md. Numan, MBBS
   Lecturer, School of Science and Technology, Bangladesh Open University.
6. Dr. ATM Sanaul Bashar, M.D. (Ukraine), Program Officer, ECOH.
7. Dr. Kawsar Parvin, MBBS, C. Echo (Japan)
   Medical Officer, National Center for Control of Rheumatic Fever and Heart Diseases.
8. Dr. M. Mostafa Zaman, MBBS, MPH, PhD
   Assistant Professor, National Center for Control of Rheumatic Fever and Heart Diseases.

With the best complements

of

COSMOS SWEATERS LTD.

Chandana Chowrasta, Gazipur-1702, Bangladesh
Tel : 9257051-3, Mobile : 017-521554

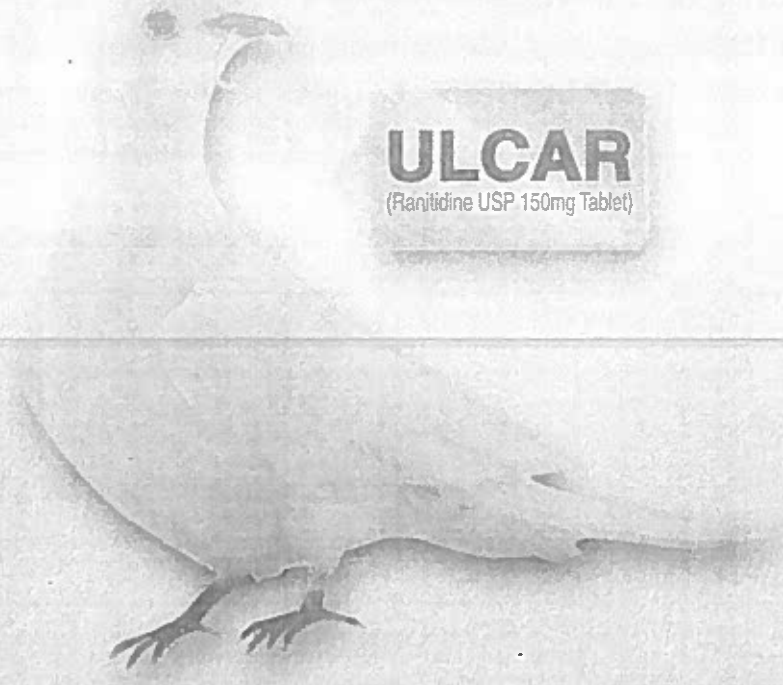
With the best complements

of

AL-AMIN TRADING AGENCY

Sepcialist in Installation Services and Repairing of all kinds of Air Condition, Refrigeration & Electrical Machineries & Order Suppliers.

181, East Testuri Bazar, Tejgaon, Dhaka-1215



DRUG INTERNATIONAL LIMITED



ন্যাশনাল 'ল' বুক হাউস

প্রকাশক, পরিবেশক, সরবরাহকারী

সর্বস্তরের ইংরেজী দেশী-বিদেশী, আইন বই,
সরকারী গেজেট সমূহ ও সরকারী চাকুরী
বিধিমালাসহ বিভিন্ন রেফারেন্স বই পাওয়া যায়।
১নং মিরপুর রোড, ইসলামিয়া মার্কেট,
নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
(রাফিন প্লাজা সংলগ্ন)
মোবাইল ঃ ০১৭-৪৪৩৭৯৬



Amzad Hossain Khan Chowdhury
Project Director

JANAPRIYA BIMA
Popular Life Insurance Company Limited

Head Office :
9/E, Motijheel C/A
Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : 9554058
Mob : 017 191144
Fax : 880-2-9564795

সম্পদের ঝুঁকি থেকে আমরা আনি নিশ্চিত নিরাপত্তা



আপনার সম্পদের নিরাপত্তায় আত্মনিবেদিত

বেসরকারী খাতে প্রথম বীমা ঝুঁকি গ্রহণকারী বীমা প্রতিষ্ঠান

পিপলস্ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

বীমা শিল্পে একটি বিশ্বস্ত নাম

সেনা কল্যাণ ভবন (৩য় তলা), ১৯৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৯৫৬৪১৬৬ (স্বয়ংক্রিয়) ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৫৬৪৭৬৫, E-mail : peoples@bdmail.net



With the best Compliments of

M/S. KHAN & BROTHERS

IMPORTERS, EXPORTERS, SUPPLIERS & MANUFACTURERS, REPRESENTATIVE ENGINEERS ARCHITECTS, BUILDERS & AUTOMOBAIL

GOVT. APPROVED 1ST CLASS CONTRACTOR

Proprietor : Naval Commando Md. Salimullah Khan
NC-0249

6/3, South Mugdapara, Bashabo, Dhaka-1214, Bangladesh.
Tel : 7201630, Mobile : 017-735950

new class of proton-pump inhibitor

Zoton

Lansoprazole INN 30mg

capsule as enteric coated pellets

& also

Zoton 15

Lansoprazole INN 15mg

capsule as enteric coated pellets

The ultimate definition of acid-reducer



Helicon Kit

a unifying approach to eradicate *H. pylori*



Serves up convenience by providing

One Lansoprazole INN 30mg capsule

Two Amoxycillin BP 500mg capsules

One Clarithromycin USP 500mg tablet

IN A SINGLE STRIP

general **GENERAL** *Pharmaceuticals Ltd.*
Bangladesh



Gepin

Ranitidine Tablet/Syrup

A new level of precision in acid control

GENERAL Pharmaceuticals Ltd. Bangladesh

in disorders of gut hypomotility...

Domilin

domperidone

keeps the motility normal